দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

হরতাল-অবরোধে ডিগ্রী পরীক্ষা বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ রাজনৈতিক অস্থিরতায় বার বার ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় প্রায় দু'লাখ পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়েছেন। গত ২৩ নবেম্বর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে এই পরীক্ষার তারিখ হরতাল অবরোধের কারণে পরিবর্তন করতে হয়েছে ৭ বার।

এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হরতাল-অবরোধে ডিগ্রী পরীক্ষা

ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ প্রথম পরিবর্তন করা হয় গত ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর। এই দুদিন বিরোধীদলগুলোর হরতাল ছিল। এরপর ১৭ ডিসেম্বর বিরোধীদল আবার হরতাল আহবান করে। ফলে ১৭ ডিসেম্বরের ডিগ্রী পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও পরীক্ষা এদিন গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ৩ ও ৪ জানুয়ারী বিরোধীদল আবারও হরতাল আহ্বান করলে স্বাভাবিক পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। কিন্তু এই দুদিনের হরতালও শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষা হতে পারেনি। এছাড়া ৭ ও ৮ জানুয়ারী এবং আজকের পরীক্ষা হরতাল অবরোধে পিছিয়ে গেছে। আজ বুধবার বিরোধীদলের দিনব্যাপী হরতাল ও আগামীকাল ঘেরাও কর্মসূচী রয়েছে।

শুধু ডিগ্রী পরীক্ষা নয়, জাতীয় ভার্সিটি অধীনে বিভিন্ন কলেজের চলতি অনার্স পরীক্ষাও হরতাল অবরোধ ও রাজনৈতিক সংকটে বার বার ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের অনার্স পার্ট-১, পার্ট-২, পার্ট-৩ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ও প্রথম বর্ষ অনার্স, পরীক্ষাগুলোও পিছিয়ে গেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলতি ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ হবার কথা ছিল আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু শুধুমাত্র নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মসূচীর ফলে এই ডিগ্রী পরীক্ষা কবে শেষ হবে তা ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কেউ বলতে পারছেন না।

জাতীয় ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ নবেম্বর ডিগ্রী পরীক্ষা শুরুর আগে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী পরীক্ষার দিনগুলোতে পরীক্ষা ব্যাহত হবার মতো কোন কর্মসূচী না গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সে আবেদন রাজনৈতিক দলগুলো রক্ষা করেনি। ফলে ক্ষুব্ধ হয়েছে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা, প্রতিনিয়ত টেনশনে ভুগছেন তারা। গত সোমবার রাতে কয়েকজন ডিগ্রী পরীক্ষার্থী এসেছিলেন দৈনিক বাংলা অফিসে, পরীক্ষা হবে কিনা জানতে। তাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জে। তাদের মধ্যে একজন বললেন, জরুরী প্রয়োজনে এসেছি। পরীক্ষা হলে আজ রাতেই চলে যাবো। গতকাল দুপুরে আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কথা হলো। তারাও চলতি ডিগ্রী পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

কবে শেষ হবে পরীক্ষা, জানতে চেয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, পরীক্ষা কবে শেষ হবে তা এখন অনিশ্চিত। কারণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণেই পরীক্ষা শিফট হচ্ছে। তারা বলেন, আগামী একমাস রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী না থাকলে পরীক্ষা শেষ করা যাবে। কিন্তু কর্মসূচী ঘোষিত হবে না, এ গ্যারান্টি কে দেবে।